



থার্টিফাষ্ট নাইট এবং ইসলাম

সংকলক:

জুবারের বিন আব্দুল কুদ্দুছ

শিক্ষক: জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা

খতীব: আজিমপুর ছাপড়া মসজিদ, আজিমপুর, ঢাকা

নজরে ছানী: শায়েখ মাওলানা যুবায়ের আহমদ

মুহাদ্দিস ও শুরা সদস্য

জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া, লালবাগ ঢাকা।

জামাতা- আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ.

পুনঃনিরীক্ষণ: মাওলানা মুহাম্মাদ তকিউদ্দীন

শিক্ষক জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ,
ঢাকা

প্রথম প্রকাশ: ১ লা ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রী:

আমাদের ফেইসবুক পেইজে যুক্ত হতে ক্লিক করুন

➡ www.facebook.com/dawatussunnahbd

ইউটিউবে বয়ানটি শুনতে এখানে ক্লিক করুন

- [কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে "থাটি ফাস্ট নাইট ও ইসলাম"](#)

প্রকাশনা:

দাওয়াতুস সুন্নাহ প্রকাশনী

লালবাগ, ঢাকা- ১২১১

মোবাইল – ০১৯১৭৭৩৯১০৩

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد -

সূচনা

মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য এই পৃথিবীকে অগণিত নিয়ামত দ্বারা সজ্জিত করেছেন। তার নেয়ামতসমূহের মধ্য হতে একটি বড় নেয়ামত হল, দিন-রাত ও মাস গণনার মাধ্যমে বছরের হিসাব। আমাদের দেশে তিনটি বাৎসরিক হিসাব বা ক্যালেন্ডার প্রচলিত আছে।

(এক) আরবী বর্ষ হিসাব।

(দুই) বাংলা বর্ষ হিসাব।

(তিন) ইংরেজী বর্ষ হিসাব।

আরবী বর্ষ হিসাবের মাধ্যমে আমরা ধর্মীয় বিষয়াদির হিসাব করি। বাংলা বর্ষ হিসাবের মাধ্যমে আমরা দেশীয় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারি এবং ইংরেজী বর্ষ হিসাবের মাধ্যমে আমরা দেশী-বিদেশী অঙ্গনে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারি। নিঃসন্দেহে এগুলো আল্লাহর বড় নেয়ামত। আমাদের উচিত এগুলোর শুকরিয়া আদায় করা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথেই বলতে হয়, আজ আমরা এর শুকরিয়ার পরিবর্তে আল্লাহর অবাধ্যতা শুরু করেছি। আরবী নববর্ষকে বিধর্মী শিয়াদের রেওয়াজ-রুসম, তাজিয়া মিছিল, বাংলা নববর্ষকে মঙ্গল শোভাযাত্রার মতো হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি এবং ইংরেজী নববর্ষকে বিধর্মীদের অপসংস্কৃতি যথা আতশবাজি, পটকাবাজি, মদ, নারী,

গানের আসর, বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনার মাধ্যমে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা কি একটি বারের জন্যও ভেবে দেখেছি যে, আখেরাতের বিশ্বাসী হয়ে আমাদের দ্বারা এ কাজগুলো কতটুকু শোভা পাচ্ছে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন?

নববর্ষ

নতুন একটি বৎসর আসছে। একটি বৎসর শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর অর্থ হলো আমাদের জীবনের দালান থেকে ৩৬৫টি ইট খসে পড়ে যাচ্ছে। এটা কি আনন্দের বিষয়? এটা তো চিন্তার বিষয়। কেননা এভাবে রাত দিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবন ফুরিয়ে একদিন মৃত্যুও চলে আসবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ.

‘যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় আসবে, তখন তারা তা থেকে এক মুহূর্ত অগ্র-পশ্চাতে যেতে পারবে না’।

[সূরা ইউনুস, আয়াত নং ৪৯]

সুতরাং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত।

আনন্দ উল্লাস নয়, প্রয়োজন হিসাবের

বছর শেষ হলে আমাদের ব্যবসায়ী ভাইগণ বিগত বৎসরের হিসাব নিকাশ করে থাকেন। লাভ-লোকসান এবং আয় ব্যয়ের বিষয়টি পরিষ্কার করে অধিক লাভের প্রত্যাশায় নতুন আঙ্গিকে ব্যবসা পরিচালনার চিন্তা করে থাকেন। তাহলে আমরা যারা ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে পরকালে জান্নাত ক্রয়ের ব্যবসায় লিপ্ত, আমরা নিজেদের ইবাদত-বন্দেগী ও

আমলের হিসাব করা ছাড়াই কিভাবে
আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠতে পারি?
আমাদের হিসাব করা উচিত, গত বছর
কতগুলো কবীরা গুনাহ হয়েছে। কত
ওয়াক্ত নামাজ ছুটেছে। আল্লাহর কয়টা
হুকুম পালন করেছি আর কয়টা হুকুম
পালন করিনি। এর হিসাব না করেই আমরা
আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠছি। আল্লাহ
তাআলা যথার্থই বলেছেন-

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
مُّعْرِضُونَ.

‘মানুষের জন্য তাদের হিসাবের সময় কাছে
এসেছে। অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ
ফিরিয়ে রেখেছে’।

[সূরা আশ্বিয়া, আয়াত নং- ১]

সুতরাং আমাকে সব সময় এ হিসাব করতে
হবে।

(এক) আমি কে?

(দুই) কে আমার?

(তিন) আমি কার?

(চার) কোথা থেকে এসেছি?

(পাঁচ) কেন এসেছি?

(ছয়) কোথায় যাবো?

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই বিষয়গুলো বুঝা এবং অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

প্রকৃত বুদ্ধিমান ও নির্বোধ

যে ব্যক্তি অটেল ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে, দুনিয়ার মানুষ তাকে বুদ্ধিমান বলে। কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধিমান কে? হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ

وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ
نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ইরশাদ করেন- “বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে
নিজের জীবনের হিসাব করে এবং মৃত্যু
পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে।
নির্বোধ ঐ ব্যক্তি, যে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত
থাকে আর আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশা
করে।”

[তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৪৫৯]

হযরত উমর রা. বলতেন,

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَتَزَيِّنُوا
لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا.

তোমাদের থেকে হিসাব নেওয়ার পূর্বেই
তোমরা নিজেদের হিসাব নাও।
(কিয়ামতের দিন আমলনামা) উপস্থাপনের
জন্য নিজেদের সাজিয়ে নাও। যে ব্যক্তি

দুনিয়াতেই নিজের হিসাব নিবে কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির হিসাব হালকা হবে।

[সুনানে তিরমিযী- ২৪৫৯]

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি আমাদেরকে কি জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কোন উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে? আজ আমরা উদ্দেশ্য ভুলে গিয়েছি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদন করেন-

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ-

‘তবে কি তোমরা মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে এমনিই সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না’।

[সূরা মুমিনুন, আয়াত নং- ১১৫]

অপর এক আয়াতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

‘আমি জ্বীন এবং মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি’।

[সূরা যারিয়াত, আয়াত নং- ৫৬]

দিন-রাত, মাস-বর্ষ একের পর এক চলে যাওয়ার দ্বারা আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ভেবে দেখা দরকার, আমরা সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত কতটুকু করছি? আমরা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য অনুযায়ী সফল হচ্ছি না বিফল হচ্ছি?

উদ্দেশ্যে সফল এবং বিফল যারা

আল্লাহর উদ্দেশ্যে যারা সফল হবে তাদেরকে তিনি দু’টি পুরস্কার দিবেন।
ইরশাদ হচ্ছে-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

‘যে ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম
করবে -সে পুরুষ হোক বা নারী- আমি
অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব ও
উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দান
করব’ ।

[সূরা নাহাল, আয়াত নং- ৯৭]

পক্ষান্তরে যে আল্লাহকে ভুলে থাকে, তার
ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.

আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে
নেবে তার জীবন হবে বড়
সংকটময় আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে
অন্ধ করে উঠাবো ।

[সূরা ত্বাহা, আয়াত নং- ১২৪]

আনন্দ উল্লাস নয়, চাই মৃত্যুর প্রস্তুতি

যেমনভাবে নববর্ষ আসছে তেমনভাবে
আমাদের মৃত্যুও ঘনিয়ে আসছে। সুতরাং
আনন্দ-উৎসব আর রং-তামাশা নয়; বরং
মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। হাদীস
শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلًّا فَرَأَى نَاسًا
كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ
ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى،
فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ.

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম কয়েকজন লোককে শব্দ করে
হাসতে দেখে বললেন, যদি তোমরা সকল
আনন্দ বিনাশকারীকে স্মরণ করতে, তাহলে
তা তোমাদেরকে হাসি-তামাশা থেকে
বিরত রাখত। সুতরাং তোমরা বেশি বেশি

করে সকল আনন্দ বিনাশকারী (মৃত্যুর কথা) স্মরণ কর।

[তিরমিযী শরীফ- ২৪৬০]

দিন-রাতের ঘোষণা

সময়ের সমষ্টিই আমাদের জীবন। সময় শেষ হওয়া মাত্রই আমাদের জীবন-প্রদীপ নিভে যাবে। তাই সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত। এ জন্য স্বয়ং প্রতিটি দিন এবং প্রতিটি রাত আমাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ
بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ
طَلَعَتْ شَمْسُهُ إِلَّا يَقُولُ: مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ
يَعْمَلَ فِيَّ خَيْرًا فَلْيَفْعَلْ؛ فَإِنِّي غَيْرُ مَرْدُودٍ
عَلَيْكُمْ. وَمَا مِنْ لَيْلَةٍ طَلَعَتْ نُجُومُهَا إِلَّا
هِيَ تَقُولُ: مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَفْعَلَ فِيَّ خَيْرًا
فَلْيَفْعَلْ؛ فَإِنِّي غَيْرُ مَرْدُودَةٍ عَلَيْكُمْ أَبَدًا.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ইরশাদ করেন সূর্যোদয় হলেই প্রতিটা দিন
ঘোষণা করে, যে ব্যক্তি আমার মধ্যে
কোনো কল্যাণকর কাজ করতে সক্ষম সে
যেন তা করে নেয়। কেননা আমাকে
কখনই তোমাদের কাছে পুনরায় পাঠানো
হবে না। তারকারাজি উদয় হলেই প্রতিটি
রাত ঘোষণা করে, যে ব্যক্তি আমার মধ্যে
কোনো কল্যাণকর কাজ করতে সক্ষম সে
যেন তা করে নেয়। কেননা আমাকে
কখনই তোমাদের কাছে পুনরায় পাঠানো
হবে না।

[আত তারগীব ফী ফাযাইলিল আমাল-
হাদীস নং- ৪৮৪]

এ তো গেল দিন-রাতের ঘোষণা। এবার
শুনুন কবরের ঘোষণা।

কবরের ঘোষণা

আমাদের সকলকে কবরে যেতেই হবে। কবর হচ্ছে দুনিয়ার সংযোগহীন না ফেরার দেশ। বিদেশ গমনকারীদের জন্য যেমন বিদেশীদের নিয়মনীতি মেনে যেতে হয় তেমনিভাবে কবর দেশে যাওয়ার জন্যও সেখানের নিয়মনীতি মেনে যেতে হবে। তাহলেই সুখ পাওয়া যাবে। অন্যথায় চরম অশান্তি ভোগ করতে হবে। কবর দেশের ঘোষণা- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- প্রতিদিন কবর এ ঘোষণা করে, ‘আমি মুসাফিরের ঘর, আমি একাকিত্বের ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি কীট পতঙ্গের ঘর’।

অতঃপর যখন কোনো মুমিন বান্দাকে কবরে রাখা হয়, কবর তাকে স্বাগত এবং

মুবারকবাদ জানায়। চোখের দৃষ্টিসম প্রশস্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যখন কোনো পাপীকে রাখা হয় কবর তার সাথে দুর্ব্যবহার ও ভীতি সঞ্চার করে এবং দুপাশ থেকে এত জোরে চাপ দেয় যে এক পাশের হাড় অপর পাশে ঢুকে যায়। অতঃপর ৭০টি বড় বড় সাপ তার উপর নিযুক্ত করা হয়, যে গুলো কেয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকে, ছোবল মারতে থাকে।

[সুনানে তিরমিযী- ২৪৬০]

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ
حُفْرَةٌ مِّنْ حُفْرِ النَّارِ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই কবর জান্নাতের

বাগান সমূহের একটি বাগান অথবা
জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত হবে।

[সুনানে তিরমিযী- হাদীস নং- ২৪৬০]

থার্টিফাষ্ট নাইট উদযাপনের কয়েকটি ক্ষতি

ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ দিবাগত রাত
১২টা ১মিনিটে নববর্ষকে স্বাগতম
জানানোর জন্য থার্টিফাষ্ট নাইট উদযাপন
করা হয়। এটি মুসলিম সভ্যতা এবং
সংস্কৃতি নয়; বরং সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যের
অপসংস্কৃতি, যা মুসলিম সমাজ ধ্বংসের
এক বিরাট চক্রান্ত। বর্তমানে এই উৎসব
আমাদের দেশেও জমকালোভাবে পালিত
হচ্ছে। যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী এমনকি
মুরুব্বী শ্রেণির লোকেরাও এতে
স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে। এই
উৎসবে আমাদের লাভ লোকসানসহ এর

যাবতীয় কার্যক্রম শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা ঈমানী দায়িত্ব। তাই আসুন, এ বিষয়ে আমরা কুরআন সুন্নাহ থেকে সংক্ষেপে আলোচনা করি।

এক. থার্টিফাষ্ট নাইট উদযাপন জানুস নামক দেবতার পূজা করার মতোই।

হযরত ঈসা আ. এর জন্মের পূর্বে রোমান মুশরিকরা দুই মুখ বিশিষ্ট একটি দেবতার পূজা করত। তারা এ দেবতাকে সকল কল্যাণের উৎস মনে করত। ৩১শে ডিসেম্বর রাত ১২টার পূর্বক্ষণে তার পেছনের মুখের কাছে এসে বিগত বৎসরের সুখ-শান্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত। আর রাত ১২টার সাথে সাথে সামনের মুখের কাছে এসে নতুন বৎসরের সুখ-শান্তি ও সফলতা কামনা করত। এ থেকেই সূচনা

হয় থার্টিফাষ্ট নাইটের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান উদযাপন যেন জানুস দেবতারই পূজা। এ বিষয়টি জানার পরও যে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে সে শিরকের মতো জঘন্য গুনাহে লিপ্ত হবে। আর শিরক সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা হলো;

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সঙ্গে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না। এর নিচে যে কোনো গুনাহ যার ক্ষেত্রে চান ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে (কাউকে) শরীক করে, সে (সঠিক পথ থেকে) বহু দূরে সরে যায়।

(সূরা নিসা, আয়াত ১১৬)

দুই. এটি পারিবারিক দায়বদ্ধতাহীন একটি উল্লাস। যার নিয়ন্ত্রণ চলে যায় শয়তানের হাতে। ফলে যুবক-যুবতীরা যা ইচ্ছে তা-ই করে। সৃষ্টি হয় সামাজিক ও পারিবারিক নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা।

তিন. এতে মদ ও মাদকের প্রবল ছড়াছড়ি হয়। অসংখ্য তরুণ-তরুণী মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। অথচ মদ (ও মাদক) সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমার বেদি ও জুয়ার তীর অপবিত্র, শয়তানী কাজ। সুতরাং এসব পরিহার কর। যাতে তোমরা সফলতা অর্জর করো।

(সূরা মায়িদা, আয়াত- ৯০)

চার. এতে নারী-পুরুষ ও তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশা হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় অবৈধ সম্পর্ক, বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার মতো অশ্লীল পরিবেশ। আর অশ্লীলতাকে হারাম করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন;

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطْنٌ.

(হে নবী) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজসমূহ- প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে।

(সূরা আ'রাফ, আয়াত, ৩৩)

পাঁচ. এতে বহু নারীর ইজ্জত-সম্মম বিনষ্ট হয়। আনন্দ-ফুর্তি করতে গিয়ে অনেকেই যৌনাচার ও যিনা ব্যভিচারের মতো জঘন্য

অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায়। এই অপরাধের
জঘন্যতার মাত্রা বুঝাতে আল্লাহ তায়ালা
ইরশাদ করেন;

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ
سَبِيلًا.

তোমরা যিনা-ব্যভিচারের ধারে কাছেও
যেও না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা ও
বিপথগামিতা।

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৩২)

ছয়. এতে আতশবাজি করে রোগী, শিশু
এবং বৃদ্ধ মানুষসহ সকলকে কষ্ট দেওয়া
হয়। অথচ বিনা কারণে কাউকে কষ্ট
দেওয়া কবীরা গুনাহ। মহান আল্লাহ
তায়লা ইরশাদ করেন;

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ
مَا كُتِبَ لَهُنَّ فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.

‘যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে’।

[সূরা আহযাব- ৫৮]

সাত. এতে ব্যাপক অর্থ অপচয় হয়। আর অপচয় এবং অপব্যয় দু’টোই কবীরা গুনাহ। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে;

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ.

নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ২৭)

আট. এতে নাচ-গানসহ বহু গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়। যা ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন;

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

অর্থ: মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিচ্যুত করার জন্য অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় (সংগ্রহ) করে এবং এই পথটিকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

(সূরা লোকমান, আয়াত- ৬)

নয়. এতে বিধর্মীদের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে আমাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে;

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

[আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৩১]

দশ. এতে বিধর্মীদের পাল্লা ভারী হয়। বাহ্যিকভাবে তাদের সমর্থক ও সাপোর্টার বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে;

مَنْ كَثُرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের দল ভারী করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

এগার. যারা এ কাজে সন্তুষ্ট তারাও এর অংশিদার। কেননা পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে;

وَمَنْ رَضِيَ عَمَلِ قَوْمٍ كَانَ شَرِيكَ مَنْ عَمَلَهُ.

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কোনো কাজে সন্তুষ্ট থাকে, সে সেই কাজে তাদেরই অংশীদার।

(আলফিরদাউস, দাইলামী- ৫৬২০)

বারো. যুবক-যুবতী নির্লজ্জভাবে রাতভর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরা ফেরা করা। আড্ডা দেওয়া। যা সম্পূর্ণ হারাম এবং কবীরা গুনাহ।

[সূরা নূর- ৩০-৩১ দ্রষ্টব্য]

সুতরাং আপনি যদি একজন ঈমানদার অভিভাবক হিসেবে তাদেরকে কিছুই না বলেন, তাহলে আপনিও তাদের সাথে শরীক আছেন বলে বিবেচিত হবেন। এ কথাগুলো আমার আপনার নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। তাই আসুন, আমরা বিধর্মীদের সাদৃশ্য বর্জনসহ সকল প্রকার

অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত থাকি।
নিজের সন্তান, প্রতিবেশী ও অধিনস্তদেরকে
বুঝানোর মাধ্যমে বিরত রাখার চেষ্টা করি।
আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বুঝার এবং
আমল করার তাওফিক দান করুন।
আমীন।

তাদের হাশর হবে বিধর্মীদের সাথে

থার্টিফাষ্ট নাইট মুসলমানদের কোনো
উৎসব নয়। এটি বিধর্মীদের উৎসব।
কোনো মুসলমান বিধর্মীদের উৎসবে
অংশগ্রহণ করতে পারে না। যে সকল
মুসলমান তাতে অংশগ্রহণ করবে, আল্লাহর
আদালতে সে বিধর্মীদের দলভুক্ত হয়ে
যাবে। যেমন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

‘যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে
সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

[আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং- ৪০৩১]

পাপাচার আল্লাহর আযাব ডেকে আনে
থার্টিফাষ্ট নাইট উপলক্ষ্যে যা হচ্ছে, সবই
আল্লাহর অবাধ্যতা, গুনাহ এবং পাপাচার।
আর পাপাচার আল্লাহর আযাব ডেকে
আনে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ইরশাদ করেন-

مَا مِنْ قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ مَنْ يَعْمَلُ
بِالْمَعَاصِي هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَأَمْنَعُ لَمْ يُغَيِّرُوا
عَلَيْهِ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ بَعِقَابٌ

‘যখন কোনো জাতির মাঝে প্রকাশ্যে গুনাহ
সংগঠিত হয় এবং ঐ জাতির লোকেরা তা
বন্ধ করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও বন্ধ করে

না, তখন আল্লাহর আযাব তাদের (ভাল-মন্দ) সকলকে গ্রেফতার করে নেয়'।

[মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং- ১৯২১৬]

সুতরাং আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে হলে দেশবাসীকে আল্লাহর অবাধ্যতা, নাফরমানী এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করেন। আমীন।

সকলেই দায়িত্বশীল এবং জিম্মাদার

উম্মতকে গুনাহ থেকে ফিরানোর দায়িত্ব কার? এ দায়িত্ব বিশেষ কোনো শ্রেণীর নয়, এ দায়িত্ব সবার। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ
عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ
مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى
مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، إِلَّا فِكْلَكُمْ
رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

‘নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং
জিম্মাদার। তোমরা সকলেই নিজ নিজ
অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে-

* বাদশাহ বা সরকার নিজ জনগণের
দায়িত্বশীল এবং জিম্মাদার। সে তাদের
ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।

* গৃহকর্তা নিজ পরিবারের লোকদের
দায়িত্বশীল এবং জিম্মাদার। সে তাদের
ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।

* স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ও সন্তান সন্ততির দায়িত্বশীল এবং জিম্মাদার। সে এ সবার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।

* কর্মচারী তার মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল এবং জিম্মাদার। সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।

* অতএব তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং জিম্মাদার। প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৭১৩৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৮২৯]

গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا

وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ
كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেনঃ আধার রাতের মতো ফিতনা
আসার পূর্বেই তোমরা নেক আমালের দিকে
ধাবিত হও। সে সময় সকালে একজন
মু'মিন হলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে।
বিকালে মু'মিন হলে সকালে কাফির হয়ে
যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার
দ্বীন বিক্রি করে বসবে।

(সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২১৯৫)

প্রিয় ঈমানী ভাই ও বোনেরা! বর্তমানে
আমরা এমনই একটি কঠিন সময়
অতিবাহিত করছি। তাই নিজের ঈমানের
ব্যাপারে সতর্ক থাকি। যেন কোন কথা,
কাজ এবং বক্তৃতার দ্বারা আমাদের
ঈমানটুকু নষ্ট না হয়ে যায়। জীবনের চেয়ে

ঈমানের মূল্য বেশি। যদি আমরা জীবনের মায়ায় ঈমানকে ছেড়ে দেই তাহলে চিরকালের জন্য জাহান্নামি হয়ে পড়বো। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মহামূল্যবান ঈমানকে হেফাজত করেন।

তাই আসুন! আমরা কয়েকটি কাজ করি-

(এক) বিধর্মীদের সাদৃশ্যতা পরিহার করি।

(দুই) কথাবার্তা, চালচলনে, পোশাক-আশাকে অশ্লীলতা বেহায়াপনা ও অর্ধ নগ্নতা পরিহার করি।

(তিন) সাহাবাদের ঈমান দীপ্ত ঘটনাবলী পাঠ করি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবারা কত কষ্ট-মুজাহাদা করে, জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ইসলামের উপর অটল অবিচল থেকেছেন, ইসলামের জন্য জান-মাল, সহায়-সম্পত্তি সবকিছু উৎসর্গ করেছেন। তাদের এ সকল ঘটনাবলী পাঠ করি। এ ঘটনাগুলো

আমাদের ঈমানকে শক্ত এবং মজবুত করবে।

(চার) একে অপরের সাথে ঈমানী মুজাকারা করি। ফিতনা এবং তুফান আসলে যেন আমরা ঈমানহারা মুরতাদ হয়ে না যাই।

(পাঁচ) খাঁটি আল্লাওয়ালার সান্নিধ্য লাভ করতে চেষ্টা করি।

(ছয়) হক্কানী আলেমদের থেকে বিশুদ্ধভাবে দ্বীন শিখতে চেষ্টা করি।

(সাত) সদা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার কাছে শোকর আদায় করি এবং দোয়া ও কান্নাকাটি করি।

(আট) বেশি বেশি দ্বীনের প্রচার প্রসারের কাজ করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এখলাছের সাথে দ্বীনের কাজ করার তাওফিক দান করেন আমিন।